ইলমের
দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা

13-May-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী শরীফে রয়েছে: **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ فَاِنْ شَآءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُم اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিশে বসে, যাতে নাতো **আল্লাহ পাকের** যিকির করা হয় আর না আপন **নবী** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদে

পাক পাঠ করা হয়, তবে (কিয়ামতের দিন) সেই মজলিশ তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। ব্যস **আল্লাহ পাক** চাইলে তবে তাদেরকে আযাব দিবেন আর চাইলে ক্ষমা করে দিবেন।

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৪৭, হাদীস ৩৩৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইলমে দ্বীনের দুনিয়াবী উপকারীতা

হযরত কাযী আবু ইউসুফ বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ নিজের ব্যাপারে বলেন: আমি তখনো প্রাপ্তবয়স্ক হইনি যে, আমার সম্মানিত পিতা ইন্তিকাল হয়ে গেলেন, ঘরে অভাব লেগে ছিলো, আম্মাজান রুই বা রেশম দ্বারা সূতা বানিয়ে ঘরের খরচ চালাত এবং আমার ভবিষ্যতকে উজ্জল করতে আমাকে এক ধোপির ওখানে চাকরীতে লাগিয়ে দিলেন, যাতে কৌশল শিখতে পারি এবং নিজের জীবন ভালভাবে অতিবাহিত

করতে পারি, কিন্তু আমি ধোপির নিকট বিষন্ন ও অস্থির থাকতাম, এই অস্থিরতা আমাকে হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মজলিশে পৌঁছে দিলো, আমি ধোপির নিকট যাওয়ার পরিবর্তে হযরত ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইলমের মজলিশে বসে যেতাম, আমার আম্মা জানতে পারলে তখন আমাকে ইলমের মজলিশে থেকে উঠিয়ে ধোপির নিকট দিয়ে আসতো, এভাবে অনেকদিন কেটে গেলো।

আমার এই অবস্থায় যখন আম্মাজান বিরক্ত হয়ে গেলো তখন একদিন হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট আসলো এবং বলতে লাগলো: এই ছেলেটি আপনি ছাড়া আর কোন ওস্তাদ পায় না? সে এতিম ছেলে, গরীব, আমি রুই বা রেশম দ্বারা সূতা বানিয়ে ঘরের খচর চালাই এবং সে কাজে না গিয়ে আপনার নিকট চলে আসে, আমার ইচ্ছা যে, সে যেনো ধোপির নিকট থেকে কাজ শিখে এবং বড় হয়ে নিজের জীবন আরামে অতিবাহিত করে, কিন্তু সে আমার আয়ত্বে আসে না আর আপনার মাহফিলে বসে যায়, মেহেরবানী করুন! আপনি তাকে আপনার মজলিশে বসতে দিবেন না! আমার আম্মার এই কথা শুনে হযরত ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: হে সৌভাগ্যবান! তাকে ইলমের দৌলত অর্জন করতে দাও, সে ইলম শিখবে, বড় হয়ে দেশী ঘিয়ে বানানো বাদামে হালুয়া এবং উন্নতমানের ফালুদা খাবে আর এরূপ হালুয়া কম লোকেরই নসীব হয়ে থাকে।

আমার আম্মা যখন তাঁর এই কথা শুনলেন তখন অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং বাইরে এসে বলতে লাগলেন: এই লোক কেমন কথা বলছে, আমরা গরীবের বাদামের হালুয়ার সাথে কি সম্পর্ক, এই এতিম শিশু লেখাপড়া করলেও হালুয়া কিভাবে খাবে?

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাহফিলে বসতে লাগলাম আর ধোপির নিকট যাওয়া ছেড়ে দিলাম। **আল্লাহ পাক** আমার প্রতি দয়া করলেন এবং একটি সময় এলো যে, ইসলামী সম্রাজ্যের প্রধান কাযীর (Chief Justice) পদ আমার নসীব হলো। একবার খলিফা হারুনুর রশিদ আমার ঘরে আসলেন তখন সাথে খাবারের কিছু জিনিসও আনলেন এবং বললেন: দস্তরখানা বিছান, আমি একটি বিশেষ হালুয়া আপনার জন্য এনেছি। যখন দস্তরখানা বিছানো হলো তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আমিরুল মুমিনীন! এই বিশেষ হালুয়াটি কি? তিনি বললেন: এটি হলো বাদামের তেল দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো হালুয়া, যা সবসময় প্রস্তুত করা যায় না বরং মাঝে মাঝে বিশেষ কোন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। তাঁর কথা শুনে আমার হযরত ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ঐ কথাটি মনে পরে গেলো এবং আমার চেহারায় হাসি ফুটে উঠলো। আমিরুল মুমিনীন আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি মুচকি হাসছেন কেন? আমি বললাম: আমার সম্মানিত ওস্তাদ হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেকদিন পূর্বে আমার আম্মাজানকে বলেছিলেন: “তোমার এই সন্তান বাদাম এবং দেশি ঘিয়ের হালুয়া এবং ফালুদা খাবে” আজ আমার সম্মানিত ওস্তাদের উক্তি পূর্ণ হয়ে গেলো। অতঃপর নিজের শিশুকালের সম্পূর্ণ ঘটনা খলিফাকে শুনালেন, তখন তিনি খুবই আশ্চার্য হয়ে বললেন: নিশ্চয় ইলম অবশ্যই উপকার সাধিত করে এবং দ্বীন ও দুনিয়ায় উন্নতি প্রদান করে।

(মানকিবে ইমাম আযম, ৫০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় অসংখ্য শিক্ষনীয় বিষয় বিদ্যমান: যেমন; ☆আউলিয়া কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে ভবিষ্যতে সংগঠিত হওয়া ঘটনাবলীকে পূর্বেই দেখে নেন। ☆ কামিল ওস্তাদের বিশেষ দৃষ্টি মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ বানিয়ে দেয়। ☆ ইলমে দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ও উন্নতির কারণ, কেননা দুনিয়ায় **আল্লাহ পাক** বড় বড় লোকদেরকে ওলামায়ে কিরামদের অনুগত বানিয়ে দেন।

আল্লাহ পাক দ্বীন ও দুনিয়ার পথনির্দেশনার জন্য ওলামায়ে কিরামদের নিকট জিজ্ঞাসা করার আদেশ প্রদান করেন: যেমনটি কোরআনে করীমের ১৭তম পারা সূরা আম্বিয়ার ৭নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতের আলোকে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার সারমর্ম হলো: এই আয়াতে অজ্ঞদেরকে জ্ঞাতদের নিকট জিজ্ঞাসা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, কেননা অজ্ঞদের জন্য জ্ঞাতদের নিকট জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত কোন পথ নেই, যাতে তারা নিজেদের অজ্ঞতা দূর করতে পারে এবং অজ্ঞতার রোগের প্রতিকার হলো আলিমের নিকট প্রশ্ন করা আর তাঁদের আদেশের উপর আমল করা।

আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র ও সম্মানিত কালাম কোরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ

(পারা ২২, সূরা ফাতির, আয়াত ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানসম্পন্ন।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এর সারাংশ কিছুটা এরূপ: **আল্লাহ পাককে তাঁর** বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই ভয় করে, কেননা তারা **তাঁর** গুণাবলী সম্পর্কে জানে এবং **তাঁর** মহত্বকে অনুধাবন করতে পারে আর যে ব্যক্তি যতবেশি **আল্লাহ পাকের** সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান রাখবে, সে ততবেশি **আল্লাহ পাককে** ভয় করবে এবং যার জ্ঞান কম হবে, তার আপন **প্রতিপালকের** ভয়ও কম হবে।

আল্লাহ পাক আখিরাতে ওলামায়ে কিরামকে মানুষদের শাফায়াতকারী অর্থাৎ সুপারিশকারী বানাবেন এবং আদেশ দেয়া হবে: জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে যাও আর মানুষদের শাফায়াত করো।

আল্লাহ পাক ইলমের বরকতে এই দুনিয়াতেই ঐ নেয়ামত দান করে যে, বড় বড় দুনিয়াদাররাও সেই মর্যাদা পায় না, যা ইলমের আশিকদের সহজেই অর্জিত হয়ে যায়।

ইলমের বরকতে সম্মান অর্জিত হয়

এই উম্মতের অনেক বড় আলিম, অনেক বড় মুফাসসীরে কোরআন, **প্রিয় নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজানের ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বলেন: হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে ক্ষমতা দেয়া হলো যে, তিনি ইলম, সম্পদ এবং

সম্রাজ্য থেকে যা ইচ্ছা পছন্দ করার, তখন তিনি ইলমকেই পছন্দ করলেন। **আল্লাহ পাক** ইলমকে পছন্দ করার বরকতে তাঁকে ধন ও সম্পদ এবং সম্রাজ্যের নেয়ামতও দান করলেন।

(তারিখে ইবনে আসাকির, সুলাইমান ইবনে দাউদ, ২২/২৭৫, নম্বর ২৬৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম! **“ইলম”** ধন ও সম্পদ এবং সম্রাজ্য থেকেও উত্তম, কেননা ধন ও সম্পদ এবং সম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব ইলমের সাথে সম্পৃক্ত। (আমীরে আহলে সুন্নাত কি দ্বীনি খেদমাত, ১১৯ পৃষ্ঠা) এটাও জানতে পারলাম! ইলমে দ্বীনের বরকতে বান্দাকে দুনিয়াতে সম্মান, সম্পদ ও মর্যাদা এমনকি বাদশাহী এবং সম্রাজ্যও দান করা হয়।

ইলম সম্পদ থেকে উত্তম

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে ইলমে দ্বীনের অনেক ফযীলত এবং অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু বর্তমান যুগে এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থা একেবারেই বর্ণনার অনুপযুক্ত, ধন ও সম্পদ এবং সম্মানের আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরকে এমনভাবে আয়ত্ব করে নিয়েছে যে, আমরা ধন সম্পদ উপার্জনের জন্য তো নিজের সম্পদ ব্যয় করি কিন্তু ইলমে দ্বীনের অশেষ দৌলত অর্জনের জন্য আমাদের নিকট টাকা থাকে না, আমরা গুনাহের কাজে তো সম্পদ লুটিয়ে দিই কিন্তু ইলমে দ্বীনকে প্রসারের জন্য ব্যয় করতে পারি না। মনে রাখবেন! ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম, কেননা এটি আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام রেখে যাওয়া সম্পদ এবং দ্বীনের স্তম্ভ।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত: ইলম সম্পদের চেয়ে সাতটি (৭) কারণে উত্তম:

(১) ইলম আম্বিয়া কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام রেখে যাওয়া সম্পত্তি আর সম্পদ হলো ফেরাউনের। (২) ইলম খরচ করলে কমে না কিন্তু সম্পদ খরচ করাতে কমে যায়। (৩) সম্পদের নিরাপত্তা মানুষই করে থাকে আর ইলমই ইলম অর্জনকারীদের নিরাপত্তা প্রদান করে। (৪) সম্পদ দুনিয়াতেই রয়ে যায় আর ইলম কবরে সাথে যায়। (৫) সম্পদ মুমিন এবং অমুসলিম সবাই অর্জন করে কিন্তু ইলমে দ্বীন শুধুমাত্র মুমিনদেরই অর্জিত হয়ে থাকে। (৬) সবাই নিজেদের দ্বীনি ব্যাপারে আলিমের প্রতি মুখাপেক্ষী, সম্পদশালীর প্রতি নয়। (৭) ইলমের দ্বারা পুলসিরাত অতিক্রম করাতে শক্তি অর্জিত হবে আর সম্পদের কারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** মহান এই বাণী “رَّبِّ زِدۡنِیۡ عِلۡمًا (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে আমার **প্রতিপালক!** আমাকে জ্ঞান বেশী দাও।)” দ্বারা ইলমের ফযীলত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, কেননা **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইলম ব্যতীত অন্য কোন জিনিস বেশি চাওয়ার আদেশ দেননি। (আমীরে আহলে সুন্নাত কি দ্বীনি খেদমাত, ১১৯ পৃষ্ঠা)

মানুষ তিন ধরনের

হযরত কুমাইল বিন যিয়াদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত: একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ আমার হাত ধরে একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে চলতে লাগলেন এবং চলতে চলতে যখন আমরা একটি খোলা মাঠে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন তিনি একটি স্থানে আরাম করার জন্য বসলেন অতঃপর কিছুক্ষণ পর বলতে লাগলেন: হে কুমাইল

বিন যিয়াদ! অন্তর হলো পাত্রের ন্যায় এবং এর মধ্যে উত্তম হলো ঐ অন্তর, যা বিষয়কে বেশি সময় স্মরণ রাখে। মনে রাখবেন! মানুষ তিন ধরনের হয়ে থাকে:

(১) আলিমে রাব্বানী (২) নাজাতের পথে পরিচালিত ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী এবং (৩) ঐ বোকা ও অজ্ঞ লোক, যে প্রত্যেক শুনা কথার অনুসরন করতে লেগে যায়, প্রত্যেক বাতাসের সাথে পরিবর্তন হয়ে যায়, ইলমে নূর থেকে অন্তর এবং বাতিনকে আলোকিত করা থেকে বঞ্চিত থাকে এবং কোন শক্তিশালী স্তম্ভকে নিজের নিরাপত্তার মাধ্যম বানায় না।

অতঃপর বলেন: ইলম সম্পদ থেকে উত্তম। ইলম তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করে আর সম্পদকে তোমার নিরাপত্তা দিতে হয়। ইলম প্রসারে বৃদ্ধি পায় আর সম্পদ খরচ করাতে কমে যায়। আলিমে দ্বীনের প্রতি মানুষ ভালবাসা পোষণ করে। আলিমে দ্বীন, ইলমের বদৌলতে নিজের জীবনে **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য করে থাকে। আলিমে দ্বীন মৃত্যুর পরও তার আলোচনা অবশিষ্ট থাকে আর সম্পদের উপকারীতা তা শেষ হতেই শেষ হয়ে যায়, আর এমনিই সম্পদশালীদেরও যে, দুনিয়ায় সম্পদ শেষ হতেই তার নামও মুছে যায়, এর বিপরীতে ওলামাদের কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। সম্পদশালীদের নাম উচ্চারণকারী কোথাও দেখা যায়না আর ওলামায়ে দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদা সর্বদা মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকে। আফসোস! অতঃপর তিনি তাঁর বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন: এখানে একটি ইলম রয়েছে, আহ! যদি তোমরা তা উত্তোলনকারী পর্যন্ত পৌঁছে দাও।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ১/১৬৬-১৬৭)

ওলামার কলমের কালি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই ধন সম্পদ, দুনিয়াবী পদমর্যাদা সবই শেষ হয়ে যাওয়া বিষয়, কিন্তু ইলমে দ্বীন এমন একটি ভান্ডার, যা অর্জনকারীদের নাম কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে এবং কিয়ামতের দিনও **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন ওলামায়ে কিরামের কালি ও শহীদের রক্তকে ওজন করা হবে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: ওলামায়ে কিরামের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও ভারী হয়ে যাবে।

হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যখন কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** ইবাদত গুজার এবং মুজাহিদাকারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য ইরশাদ করবেন তখন ওলামায়ে কিরাম আরয করবে: হে আমাদের দয়ালূ প্রতিপালক! এই আবিদ ও মুজাহিদ আমাদের ইলমের কারণেই আবিদ ও মুজাহিদ হয়েছে (তারা জান্নাতে গেলো আর আমরা রয়ে গেলাম।) **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: হে ওলামা! তোমাদের মর্যাদা আমার নিকট আমার কিছু কিছু ফিরিশতার ন্যায়, সুতরাং তোমরা শাফায়াত করো, তোমাদের শাফায়াত কবুল করা হবে, অতএব তাঁরা শাফায়াত করবে অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(ইত্তিহাফুস সাদাত, কিতাবুল ইলম, ১/১৬২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওলামাদেরকে ভালবাসার উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ঐসকল ওলামা মাশায়েক, যাঁদেরকে দেখে **আল্লাহ পাকের** স্মরণ এসে যায় তাদেরকে ভালবাসার

অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে, কেননা এরূপ মনিষীদেরকে ভালবাসা **আল্লাহ পাকের** জন্যই হয়ে থাকে আর হাদীসে মুবারাকায় **আল্লাহ পাকের** জন্য ভালবাসা পোষণকারীর অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সুফিয়ান বিন উয়ায়না رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর বাণী হলো: এমন লোকেদের সহচর্য অবলম্বন করো, যাঁদেরকে দেখে তোমাদের **আল্লাহ**কে স্মরণ এসে যায়, যাঁদের কথাবার্তা তোমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করে, যাঁদের আমল তোমাদেরকে আখিরাতের আগ্রহ প্রদান করে। (জামেয়ে বয়ানুল ইলম ও ফদলুহু, ১৭২ পৃষ্ঠা, নম্বর ৫৬৭)

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কেউ নিজের কোন ভাইকে **আল্লাহ পাকের** জন্য ভালবাসে, তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে: খুশি হয়ে যাও! জান্নাতও তোমার প্রতি খুশি। **আল্লাহ পাক তাঁর** আরশের ফিরিশতাদের ইরশাদ করেন: আমার বান্দা আমার জন্য মানুষের সাথে সাক্ষাত করতো, তাদের জন্য মেজবানী করা আমার দায়িত্ব। অতঃপর **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন সাওয়াবে রাজি হননা। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৮/৩১৭, নম্বর ১৩৫৯১)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এমন দু’জন ব্যক্তি, যারা **আল্লাহ পাকের** জন্য ভালবাসা পোষণ করে মিলিত হলো এবং ভালবাসা পোষণ করে পৃথক হলো, **আল্লাহ পাক** তাদেরকে সাতজন সৌভাগ্যবানদের সাথে অন্তর্ভূক্ত করে দিবেন, যারা কিয়ামতের দিন **আল্লাহ**র আরশের ছায়ায় থাকবে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বিধানও ইরশাদ করে দিয়েছেন যে, যে যার সাথে ভালবাসা পোষণ করবে কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে।

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে, যাকে সে ভালবাসে।

এই হাদীসের আলোকে হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জ্ঞান ও স্বভাব ও এই বিষয়ের চাহিদা পোষণ করে এবং ভালবাসা পোষণকারীর প্রতিদান ও তার ঠিকানা নিজের প্রিয়তমের নৈকট্য এবং তার সাথে হয়ে থাকে, তাই হাদীসে মুবারাকায় জান্নাতে নেককার লোকের সাথে প্রবেশ, দোযখ থেকে মুক্তি এবং **আল্লাহ পাকে**র নৈকট্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় নেককার লোকের সাথে ভালবাসা পোষণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে আর **আল্লাহ পাকে**র জন্য ভালবাসা পোষণ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, মুসলমানকে পরস্পরের সাথে বিদ্বেষ ও ক্ষোভ থেকে বাঁচার ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে, কেননা সাধারণত সকল মুসলমান এবং বিশেষকরে ওলামায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে জান্নাতে নেককারদের সহচর্য নসীব হবে না।

অতএব নিজের আখিরাতের জীবনকে উত্তম বানানো এবং মহান নেয়ামত জান্নাতে স্থায়ী ঠিকানা পেতে ও **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য ওলামায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করুন, কেননা এর অনেক উপকারীতাও অর্জিত হবে যে, ওলামায়ে কিরামের ভালবাসার বদৌলতে কাল কিয়ামতের দিন আমাদের শাফায়াতও নসীব হবে।

মলফুযাতে আলা হযরতে রয়েছে, যার সারমর্ম হলো: কিয়ামতের দিন মানুষের হিসাব হতে থাকবে আর তাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে, ওলামায়ে কিরামের হিসাব অনেক পূর্বে সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তাদেরকে আটকে রাখা হবে (তখন) তারা আরয করবে: হে **দয়ালু প্রতিপালক**! লোকেরা চলে যাচ্ছে, আমরা কেন আটকে আছি? ইরশাদ করা হবে: আজ তোমরা আমার নিকট ফিরিশতার ন্যায়, শাফায়াত করো, যাতে তোমাদের শাফায়াতে মানুষ ক্ষমা লাভ করে এবং ওলামায়ে কিরাম অসংখ্য মানুষের শাফায়াত করবে এমনকি আলিমের সাথে যেসকল লোকের কোনরূপ সম্পর্ক থাকে, তাদেরও শাফায়াত করবে, যেমন; কেউ বলবে: আমি আপনাকে অযুর জন্য পানি দিয়েছিলাম, কেউ বলবে: আমি অমুক কাজ করে দিয়েছিলাম। সকল সুন্নি আলিমকে ইরশাদ করা হবে: নিজের শাগরেদদেরকে শাফায়াত করো, যদিওবা তারা আকাশের নক্ষত্রের সমান হয়। (মলফুযাকে আলা হযরত)

হাম কো এ্যয় আত্তার সুন্নি আলিমুঁ সে পেয়ার হে
اِنْ شَآءَ الله দো'জাহাঁ মে আপনা বেড়া পাড় হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৯৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ওলামায়ে কিরামের সহচর্যের উপকারীতা সম্পর্কে শুনি যে, ওলামায়ে কিরামের সহচর্যের কি বরকত রয়েছে এবং আমরা তাঁদের থেকে কি উপকারীতা অর্জন করতে পারি।

হযরত ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যে ব্যক্তি আলিমের সহচর্যে যাবে, তার সাতটি উপকারীতা অর্জিত হবে, যদিও নিজের প্রচেষ্টায় সেই ইলমী মাহফিল থেকে কোন উপকারীতা অর্জিত নাও হয়।

ওলামায়ে কিরামের সহচর্যের উপকারীতা

(১) যতক্ষণ সেই মাহফিলে থাকবে গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। (২) ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। (৩) শিক্ষার্থীর সাওয়াব পাবে। (৪) ইলমের মাহফিলে অবতীর্ণ হওয়া রহমতে অংশীদার থাকবে। (৫) যতক্ষণ ইলমী কথা শুনবে, ইবাদতে থাকবে। (৬) ইলম ও ওলামায়ে কিরামের সম্মান, অজ্ঞতা ও গুনাহের অপমান সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাবে। (৭) যখন তাঁদের (ওলামায়ে কিরামের) কোন কঠিন কথা তাদের বুঝে আসবে না (তখন) তাদের মনে ভেঙ্গে যায় আর ব্যথিত হৃদয়ের অধিকারীদের মাঝে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। (হাদীসে কুদসীতে রয়েছে: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি ব্যথিত হৃদয়ের অধিকারীদের নিকটতম। (তাম্বিহুল গাফেলিন, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো বলেন: আমি বলছি: আলিমে দ্বীনের যিয়ারত এবং তাঁদের মাহফিলে উপস্থিত হওয়াতে যেই সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে, তা এর অতিরিক্ত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওলামায়ে কিরামের গুণগ্রাহিতার চেতনা!

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه রাতে ১০০ রাকাত বা এর চেয়েও বেশি নফল নামায পড়তেন, কিন্তু যখন তিনি হযরত ইয়াহইয়া বিন মঈন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সাথে সাক্ষাত করেন তখন তিনি রাতের কিয়াম ও নফলের সংখ্যা কম করে হযরত ইয়াহইয়া বিন মঈন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সহচর্যে ইলমী কথোপকথনের জন্য বসা শুরু করে দিলেন। এটা দেখে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ আরয করলো: বাবাজান!

আপনি তো রাতে অধিকাহরে নফল আদায় করতেন, এখন তো আপনি নফল কম আর হযরত ইয়াহইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাহফিলকে আবশ্যক কেন করে নিলেন?

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর ছেলের প্রশ্নের খুবই সুন্দর উত্তর দিলেন, তিনি বলেন: হে আমার সন্তান! কমিয়ে দেয়া নফল পরবর্তীতে পূরণ করা যাবে, কিন্তু এই মনিষীর সহচর্যের উপকারীতা তিনি চলে যাওয়ার পর অর্জন করা যাবে না।

(আর রিহলাতু ফি তালাবিল হাদীস, ২১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ওলামার সহচর্যে অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে আর এসবই ইলমে দ্বীনেরই বদৌলত যে, ইলমে দ্বীন হলো স্থায়ী নেকী আর কবরে কাজে আসার সাথী, যেমনটি **আমার আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি ব্যতীত; (১) সদকায়ে জারিয়া, (২) এমন ইলম, যাদ্বারা উপকার অর্জন করা হয়, (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।

(মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসিয়াতি, ৬৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৬৩১)

মনে রাখবেন! সম্মান শুধুমাত্র ওলামায়ে আহলে সুন্নাতেরই করা হবে, অবশিষ্ট বদমাযহাব ওলামাদের ছায়া থেকেও দূরে থাকুন, কেননা তাদের সম্মান করা হারাম, তাদরে বয়ান শুনা, তাদের কিতাব পড়া এবং তাদের সহচর্য অবলম্বন করা হারাম আর **ঈমানের জন্য প্রাণঘাতী বিষ**। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং তারা তোমাদের থেকে দূরে থাকবে, যেনো তোমাদের পথভ্রষ্ট করে না দেয় আর ফিতনায় নিক্ষেপ না করে। (সহীহ মুসলিমের ভূমিকা, ৯

পৃষ্ঠা, হাদীস ৭) বরং এমনকি যে কোন বদমাযহাবকে সালাম দিলো বা তার সাথে আনন্দচিত্তে সাক্ষাত করলো অথবা এমনভাবে কথাবার্তা বললো, যাতে তার অন্তর খুশি হলো, সে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করলো, যা **আল্লাহ পাক মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অবতীর্ণ করলো।

(তারিখে বাগদাদ, ১০/২৬২)

কোন ইলম শিখা ফরয?

হে আশিকানে রাসূল! এটাই হলো ইলমে দ্বীন, যা প্রয়োজনের আলোকে শিখা ফরয ঘোষণা করা হয়েছে। যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (ইবনে মাজাহ, ভূমিকা, ৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২৪)

ফয়যানে সুন্নাতের ২য় অধ্যায় **“নেকীর দাওয়াত”** ১১৩ পৃষ্ঠায় আমীরে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বলেন: এই হাদীসে পাকে স্কুল কলেজের প্রচলিত দুনিয়াবী শিক্ষার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞানের কথা। সুতরাং সর্বপ্রথম শিখা ফরয হলো ইসলামী আকীদা, এরপর নামাযের ফরয ও শর্তসমূহ, নামায ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ (অর্থাৎ ঐসকল বিষয় যাদ্বারা নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় হয় এবং ঐসকল বিষয় যাদ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়) অতঃপর রমযানুল মুবারকের আগমন হলে তবে যার উপর রোযা ফরয তার জন্য রোযার জরুরী মাসআলা সমূহ, যার উপর যাকাত ফরয তার জন্য যাকাতের মাসআলা সমূহ, অনুরূপভাবে হজ্ব ফরয হওয়া সাপেক্ষে হজ্বের, বিয়ে করতে চাইলে তবে বিবাহের, ব্যবসায়ীকে ব্যবসার, ক্রেতাকে কেনার, চাকুরী যে করবে এবং যে চাকর রাখবে তাকে ইজারার (চুক্তি সম্পর্কিত

মাসআলা), এভাবেই অনুমান করুন। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নারী ও পুরুষের তার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মাসআলা শিখা ফরযে আইন। অনুরূপভাবে প্রতেকের জন্য হালাল ও হারাম সম্পর্কে শিখাও ফরয। তাছাড়াও ‘মাসায়েলে কলব’ (বাতেনী মাসআলা) অর্থাৎ ফরায়েযে ক্বলবিয়া (বাতেনী ফরযসমূহ) যেমন: বিনয়, একনিষ্টতা, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি এবং তা অর্জনের পদ্ধতি এবং বাতেনী গুনাহ যেমন; অহংকার, লৌকিকতা, হিংসা, কুধারণা, বিদ্বেষ ও ক্ষোভ, শামাতত্ (কারো বিপদে আনন্দ পাওয়া) ইত্যাদি এবং তা থেকে বাচাঁর জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৩ খন্ডের ৬১৩ থেকে ৬২৪ পৃষ্ঠা অধ্যায়ন করুন) ধ্বংসে নিপতিতকারী বিষয় যেমন; ওয়াদা খেলাফী, মিথ্যা, গীবত, চুগলী, অপবাদ, কুদৃষ্টি, ধোঁকা, মুসলমানকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি সকল সগীরা ও কবীরা গুনাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধান শিখাও ফরয, যাতে তা থেকে বাঁচা যায়। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা, ৮ম পর্ব, ৩ পৃষ্ঠা)

ইলমে দ্বীনের উপকারীতা

হযরত মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ইলম অর্জন করো, কেননা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখা খোদাভীতি, ইলম অন্বেষণ করা ইবাদত, ইলমের পুনরাবৃত্তি করা তাসবীহ এবং ইলমের অনুসন্ধান করা **আল্লাহ**র পথে লড়াই করা। অজ্ঞকে জ্ঞান দান করা সদকা এবং ইলমে তার উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করা নেকী, কেননা ইলম হালাল ও হারামের পরিচয় লাভের মাধ্যম, জান্নাতবাসীদের পথের নিদর্শন, ভয়ে প্রশান্তির

উপায়, সফরে সহযাত্রি, একাকিত্বের সাথী, অভাব ও সমৃদ্ধশালীতায় পথপ্রদর্শক (Guide), শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ার, বন্ধুর নিকট সৌন্দয্য। **আল্লাহ পাক** ইলমের মাধ্যমে জাতীকে উন্নতি দান করে কল্যাণের ব্যাপারে নেতা ও ইমাম বানিয়ে দেয়, অতঃপর তাঁর বাণী ও কর্মের অনুসরন করা হয়। ওলামায়ে কিরামের মতকে শেষ বাক্য মনে করা হয়, ফিরিশতা ওলামায়ে কিরামের বন্ধুত্বে আগ্রহী হয় এবং তাদেরকে নিজের ডানা দ্বারা স্পর্শ করে। ওলামায়ে কিরামের জন্য প্রত্যেক জল ও স্থল, সমুদ্রের মাছ, স্থলের জন্তু এবং চতুষ্পদ প্রাণী ইস্তিগফার অর্থাৎ ক্ষমার দোয়া করে থাকে। ইলম অজ্ঞতার পরিবর্তে অন্তরের জীবন এবং ইলম অন্ধকারের পরিবতে চোখের নূর। ইলমের মাধ্যমে বান্দা আউলিয়ায়ে কিরামের মর্যাদা পেয়ে যায় আর দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নত মর্যাদায় পৌঁছে যায়। ইলমের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা রোযার সমান এবং ইলম শিখা ও শিখানো নামাযের সমান। ইলমের মাধ্যমে আত্মীয়দের সাথে কল্যাণ করা হয়। ইলমের দ্বারা হালাল ও হারামের পরিচয় অর্জিত হয়। ইলম হলো আমলের ইমাম এবং আমল হলো তার অনুসারী। সৌভাগ্যবানদের ইলমের ইলহাম করা হয়ে থাকে, আর দূর্ভাগাদেরকে ইলম থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল ইলম, ৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮)

ইলম খোদাভীতি সৃষ্টি করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমের মাধ্যমেই খোদাভীতি সৃষ্টি হয়।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: ভয় নির্ভর করে তার জ্ঞানের উপর আর **তাঁর** পরিচিতির উপর আর যেহেতু সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি **আল্লাহ পাকের** সীফাতের মারিফাত (অর্থাৎ পরিচিতি) এবং

আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার ব্যাপারে ইলম **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রয়েছে, তাই **তিনিই** সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি **আল্লাহ পাককে** ভয় করতেন আর **তাঁর** প্রতি ভীত। বুখারী শরীফের হাদীসে পাকে রয়েছেঃ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি **আল্লাহ পাককে** সবচেয়ে বেশি চিনি এবং সবচেয়ে বেশি **তাঁকে** ভয় করি। (বুখারী, কিতাবুল আদব, ১৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬১০১)

আমাদের উচিৎ যে, অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** সত্তা ও গুণাবলীকে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে চেনা এবং ইলম অর্জন করা, যাতে আমাদের অন্তরে **আল্লাহ পাকের** ভয় বেশি হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইলমে দ্বীন অর্জন না করার ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম! সদকায়ে জারিয়া, ইলমে দ্বীনের প্রসার এবং নেককার সন্তান এমন এক আমল যে, মৃত্যুর পরও তাদের জন্য সাওয়াব পৌঁছতে থাকে। অতএব নিজের সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে যান এবং তাদেরকে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন। বর্তমানে খারাপের মধ্যে সবচেয়ে বড় খারাপ হলো অজ্ঞতা, যা সমাজের অন্যান্য মন্দ দিকগুলোর মধ্যে তালিকার শীর্ষে, বাড়ি ঘরের ব্যাপার হোক বা ব্যবসা, বন্ধু বান্ধব হোক বা আত্মীয় স্বজন, বিবাহ হোক বা সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণ, মোটকথা **আল্লাহর** হক এবং বান্দার হক, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে যেখানেই যেভাবেই খারাপ কিছু পাওয়া যাচ্ছে, যদি আমরা ঠান্ডা মাথায় এব্যাপারে চিন্তা করি তবে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর মূল

এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব। ইলমে দ্বীনের স্বল্পতা এবং সঠিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ নয় শুধু লেনদেন ও রীতিনীতি নয় বরং আকীদা ও ইবাদত পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কুকর্ম ও খারাপ কাজ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা শেষ হওয়ার জন্য শুধু ইলমে দ্বীন অর্জন করে নেয়াই যথেষ্ট নয় বরং নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং এর মাধ্যমে অপরের সংশোধন করার চেষ্টা করাও জরুরী। আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর মুরীদ এবং ভক্তদের নিজের ও অন্যান্যদের সংশোধনের চেষ্টায় মগ্ন থাকার মানসিকতা প্রদান করে তাদেরকে এই উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন: আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله

আমীরে আহলে সুন্নাতের জ্ঞান বান্ধব এবং ইলমে দ্বীনের প্রসারের আকাঙ্ক্ষার ফলে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দেশ বিদেশে অসংখ্য জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা শাখা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জামেয়াতুল মদীনার সর্বপ্রথম শাখা ১৯৯৫ সালে নিউ করাচীর এলাকা গোদরা কলোনীতে (করাচী, পাকিস্তান) খোলা হয়। যেখানে ৩জন শিক্ষক আলিম কোর্স (দরসে নেজামী) পড়ানো শুরু করেন। এই জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বেশিদিন হয়নি যে, এই ভবন শিক্ষার্থী ইসলামী ভাইয়ের আধিক্যের কারণে সংকুলান হচ্ছিলো না। সুতরাং এই জামেয়াতুল মদীনাকে ১৯৯৮ সালে গুলিস্তানে জাওহর জামে মসজিদ ফয়যানে ওসমানে গণীর পাশে বড় ভবনে স্থানান্তর করা হলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগদের পক্ষ থেকে ইলমে দ্বীন অর্জনের

পূর্ণ উৎসাহ প্রদানের ফলে যেখানে লাখো আশিকানে রাসূল, **আল্লাহ**র পথে সফরকারী মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়, তেমনি অধিক সংখ্যায় রীতিমত ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য জামেয়াতুল মদীনার দিকেও আসতে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে সারা দুনিয়ায় জামেয়াতুল মদীনা শাখা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জামেয়াতুল মদীনা বিশেষকরে শাওয়ালুল মুকাররমে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়ে থাকে, তবে জামেয়াতুল মদীনা অনলাইনের মাধ্যমে অনলাইন দরসে নেজামীতে (আলিম কোর্স)ও যেকোন সময় ভর্তি হতে পারবে, এছাড়াও ইলমে দ্বীন দ্বারা সমৃদ্ধ বিভিন্ন অনলাইন কোর্স করারও সৌভাগ্য অর্জন করা যেতে পারে, যেমন; ফয়যানে সীরাতুল জিনান কোর্স, ফয়যানে হাদীস কোর্স, ফয়যানে বাহারে শরীয়ত কোর্স ইত্যাদি। এই বিভিন্ন কোর্সে ইলমে দ্বীন অর্জনের বরকতে যেমনিভাবে চারিদিকে ইলমের আলো প্রসারিত হবে এবং অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয়ে যাবে, তেমনিভাবে আপনার জন্যও সদকায়ে জারিয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাবে। **(সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান, ইলমে দ্বীনের ফযীলত ও গুরুত্ব, ১৮ পৃষ্ঠা)**

দা'ওয়াতে ইসলামী কিভাবে ইলমে দ্বীন প্রসার করছে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অধিকাংশ বিভাগই এমন, যার সম্পর্ক বিশেষ করে ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর সাথে। আসুন! কয়েকটি বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পর্যবেক্ষণ করি।

জামেয়াতুল মদীনা (বালক/বালিকা)

দেশ বিদেশে ৮৯৭টি (আটশত সাতানব্বই) জামেয়াতুল মদীনা রয়েছে, যাতে প্রায় ৬৪,৯৬৩জন (চৌষট্টি হাজার নয়শত তেষট্টি) ছাত্র ও ছাত্রী দরসে নেজামী (আলিম কোর্স) করছে, এই পর্যন্ত (জানুয়ারী ২০২১ইং) তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১৩,৪৫৫জন (তের হাজার চারশত পঞ্চান্ন) ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন ইলমের মূল্যবান মুক্তো নিজের ঝুড়ি পূর্ণ করে শিক্ষা সমাপনী সমনদও পেয়েছে।

আপনিও আপনার নাম সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত করুন এবং আপনার সন্তানকে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন, আপনার ভাই, বন্ধু, আত্মীয় এবং অন্যান্যদের ইনফিরাদী কৌশিশ করুন আর তাদেরকে নিজের সন্তানদের জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করানোর মানসিকতা প্রদান করুন।

মাদরাসাতুল মদীনা (বালক/ বালিকা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** হিফয ও নাজেরা, মুদাররীস কোর্স, মাদানী কায়দা কোর্স ইত্যাদির মাধ্যমে ফিসাবিলিল্লাহ কোরআনে করীমের শিক্ষাকে প্রসার করাতে লিপ্ত রয়েছে, দেশ বিদেশে শিশুদের প্রায় ৪২২৯টি (চার হাজার দুইশত উনত্রিশ) মাদারাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শিশুর সংখ্যা প্রায় ২,০০,০৩৩জন (দুই লক্ষ তেত্রিশ)। জানুয়ারী ২০২১ইং পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রায় ৩,৮৬,৩৫৪জন (তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত চুয়ান্ন) শিশু হিফয ও নাজেরার শিক্ষা অর্জন করেছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্তবয়স্ক/ প্রাপ্তাবয়স্কা)

অনুরূপভাবে বয়স্ক ইসলামী ভাইদের বিশুদ্ধ কোরআনে করীম শিখানোর জন্য اَلْحَمْدُ لِله বিভিন্ন মসজিদের পাশাপাশি মার্কেট, অফিস, ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে ইসলামী ভাইদের প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করা হয়। অনুরপভাবে বয়স্ক ইসলামী বোনদের জন্য ঘরে প্রাপ্তাবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনারও ব্যবস্থা করা হয়, যাতে ইসলামী বোনেরাই বয়স্ক ইসলামী বোনদের পড়িয়ে থাকে।

প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার সংখ্যা প্রায় ২২,৮২১টি (বাইশ হাজার আটশত একুশ) আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১,৩২,৯৭১ জন (একলক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত একাত্তর) আর (দেশ বিদেশে) প্রাপ্তাবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনার সংখ্যা প্রায় ৪৪৬৯টি (চার হাজার চারশত উনসত্তর) এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫১,৯০২জন (একান্ন হাজার নয়শত দুই)। এইসকল মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তাবয়স্কা) ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে হরফের সঠিক উচ্চারণের সহিত কোরআনে করীম শিখে থাকে, দোয়া মুখস্ত করে, নিজের নামাযের সংশোধন করে এবং সুন্নাতের ফ্রি শিক্ষা অর্জন করে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফয়যানে অনলাইন একাডেমি

দা’ওয়াতে ইসলামীর ইলমে দ্বীন প্রসারের বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **ফয়যানে অনলাইন একাডেমি**, শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৩২হিঃ অনুযায়ী সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে **ফয়যানে অনলাইন একাডেমি** বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই বিভাগের অধীনে সারা পৃথিবীর মুসলমান ইন্টানেট এবং ফোনের মাধ্যমে শুধু বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে কোরআনে পাক পাঠ করা শিখানো বরং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অযু, গোসল, তায়াম্মুম, আযান, নামায, যাকাত, রোযা এবং হজ্জ ইত্যাদির বিধানাবলীও শিখানো হয়, আরবী গ্রামার, দরসে নেজামী, ফিকহ এবং উসুলে ফিকহ ছাড়াও ৩০টির বেশি বিভিন্ন অনলাইন কোর্স করানো হয়ে থাকে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট (www.quranteacher.net) এ এই বিভাগের পরিচিতি ও ভর্তি ফরম (Admission Form) বিদ্যমান।

দারুল মদীনা ইসলামিক স্কুল/কলেজ

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আরো একটি বিভাগ হলো **দারুল মদীনা ইসলামিক স্কুল/ কলেজ**, দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানদের অনেক বড় একটি অংশ ফরয উলুম সম্পর্কে অনবহিত। বর্তমান সময়ে স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির অনেক বড় একটি অংশ এমনও রয়েছে, যাদের ব্যবস্থাপনা ফরয দ্বীনি উলুম থেকে দূরে অতঃপর সেখানকার শরীয়ত বিরোধী পরিবেশ, ছেলে ও মেয়ের একই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা (Co-Education System) মুসলমানের বংশকে সজ্জিত করার পরিবর্তে বিগড়ে দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নতুন এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে ছেলে মেয়েরা তাদের ইসলামী নিদর্শন হারিয়ে ফেলছে। কেননা এটা সাধারণত দেখা যায় যে, নতুন এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউনিফরমের নামে অমুসলিমদের ন্যায় পোশাক, তাদের মতো কথাবার্তা বলা, তাদের সংস্কৃতিতে চলা, মিশ্রিত ও শরীয়ত বিরোধী পরিবেশ এমন জরুরী মনে করা হয়, যেনো

তা ব্যতীত নতুন এবং আধুনিক শিক্ষা অর্জন করা সম্ভবই নয়। এই বিষয়টির প্রয়োজন ছিলো যে, এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক যা দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষার পাশাপাশি শরয়ী চাহিদাও পূরণ করবে, এমন একটি পরিবেশ প্রদান করবে, যাতে পাঠকারীরা শুধু সৎচরিত্রবান মুসলমান হবেনা বরং পেশাগত শিক্ষা অর্জন করে স্বনির্ভর হয়ে সমাজে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা অর্জন করতে পারে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়েযের দৃষ্টিতে ২৫ সফরুল মুযাফফর ১৪৩২ হিঃ অনুযায়ী ৩১ জানুয়ারী ২০১১ সালে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যার নাম হলো **দারুল মদীনা ইসলামিক স্কুল/ কলেজ**। মুর্শিদের দেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন; বাংলাদেশ, ভারত, ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বর্তমানে ৮৪টিরও বেশি ক্যাম্পাস রয়েছে। ১৮ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী (Students) শিক্ষারত রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

শিক্ষা অর্জন করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানার পর আহ! যেনো আমাদেরও ইলমে দ্বীন শিখার আগ্রহ নসীব যায়, কোরআনে করীম পাঠ করা ও করানোর আগ্রহ নসীব হয়ে যায়, ইলমে দ্বীনি শিখার অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে: (১) জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হওয়া। (২) মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব অধ্যয়ন করা। (৩) মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করা। (৪) প্রতিদিন কমপক্ষে একঘন্টা ১২ মিনিট মাদানী চ্যানেল দেখা, বিশেষ করে মাদানী

চ্যানেলের দু'টি অনুষ্ঠান **"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"** এবং **"দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"** অবশ্যই দেখুন, কেননা এতে আপনি ফরয উলুম শিখার সুযোগ পাবেন। এই দু'টি অনুষ্ঠানে আপনি প্রশ্ন করে উত্তরও পেতে পারেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"** এর মোবাইল এ্যাপলিকশেনও বানানো হয়েছে। (৫) প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩দিন মাদানী কাফেলায় সফর করা, সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করাকে অভ্যাসে পরিণত করুন, যদি আপনি বিশুদ্ধভাবে কোরআনে করীম পাঠ করেননি বা এখনেই কোরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করেননি তবে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন, যাতে আপনি কোরআনে করীম বিশুদ্ধভাবে পাঠ করার পাশাপাশি নামায বিশুদ্ধভাবে আদায়কারীও হয়ে যাবেন। اِنْ شَآءَ اللّٰه

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বিশেষকরে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করা, মাদানী চ্যানেল দেখা এবং মাদানী কাফেলায় সফর করা ফযীলত অর্জনের উপায় এবং কম সময়ে বেশি ইলম অর্জন করার অনন্য মাধ্যম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বলেন: ওলামার সহচর্য অবলম্বন করা ইবাদত। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ইলম, ১০/১৪৮, হাদীস ২৮৭৫৬)

ইলমে দ্বীন শিখার আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! ইলম শিখার ব্যাপারে কয়েকটি আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করার জন্য পথ চলবে **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। (মুসলিম,

কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ১১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৮৫৩) (২) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হয়, ফিরিশতারা তার এই আমলে খুশি হয়ে তার জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। (তাবারানী কবীর, ৮/৫৫, হাদীস ৭৩৫০) ☆ ইলম অর্জনের জন্য সফর করা বুযুর্গানে দ্বীনদের সুন্নাত। (৪০ ফারামীনে মুস্তফা, ২৩ পৃষ্ঠা) ☆ ইলম অর্জনের জন্য প্রশ্ন করা নিঃসন্দেহে ফযীলত লাভের মাধ্যম কিন্তু প্রশ্ন করার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন।

(ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ১৩ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

ইলম শিখার অবশিষ্ট আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত
৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي

الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)